[redacted] [redacted]-[redacted] [redacted] [redacted] 0, [redacted] 0

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]-[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] (0) [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] 0 [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

মোহাম্মদ ওসমান গনি ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।

এর আগে মেহেরপুর জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে পুরন্দরপুর গ্রামের নাসির উদ্দীনের নিজ বাড়ি থেকে ৫০ গ্রাম গাঁজাসহ তাকে আটক করা হয়। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসানো হয়।

মাতৃভাষা দিবস পালনে মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসনের প্রস্তুতি সভা

২১ ফেব্রুয়ারী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা করেছে মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসন।
বৃহস্প্রতিবার সকাল সাড়ে এগারোটার দিকে উপজেলা পরিষদ মিলনয়াতনে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনীর সভাপতিত্বে এ সময় উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান জিয়াউদ্দীন বিশ্বাস, মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাশেম, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম মোল্লা,মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আফরোজা খাতুন,উপজেলা কৃষি অফিসার আনিসুজ্জামান খান,মহাজনপুর ইউপি চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু,বাগোয়ান ইউপি চেয়ারম্যান আয়ূব হোসেন,মোনাখালী ইউপি চেয়ারমান মফিজুর রহমান মফিজসহ উপজেলা পরিষদের সকল কর্মকর্তাবৃন্দ,রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আরো পড়ুন-দেশের বাজারে ৫৫৯৯৯ টাকায় স্যামসাং গ্যালাক্সি নোট টেন লাইট

মেয়র ও কাউন্সিলররা মুখোমুখি অবস্থানে

মেহেরপুরের গাংনী পৌরসভার মেয়র আশরাফুল ইসলামের বিরুদ্ধে আবারও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন কাউন্সিলররা।
গতকাল বুধবার দুপুর ৩টার সময় গাংনী পল্লী বিদ্যুৎতের সামনে তারা সাংবাদিকদের সামনে মেয়রের ব্যাক্তিগত ও পৌরসভার বকেয়া বিদ্যুৎ বিল সংক্রান্ত বিষয়ে অভিযোগ তুলে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, পৌর এলাকায় সাধারণ জনগণের সামান্য বিল বকেয়া হলে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্নসহ পূনরায় মিটার সংযোগের জন্য অতিরিক্ত টাকা আদায় করে নিচ্ছে অথচ পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলামের ব্যাক্তিগত বাড়ির বিল বাকি থাকলেও তার বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হচ্ছেনা এছাড়াও পৌর মেয়র জনগণের সাথে নীল করদের মতো অতিরিক্ত ট্যাক্স আদায় করেও পৌরসভার বিদ্যুৎ বিল বকেয়া রাখছে।

কাউন্সিলররা বলেন, যেহেতু জনগণের সাথে নিয়মিতভাবে অতিরিক্ত ট্যাক্স আদায় করছে সেই ট্যাক্সের টাকা কোথায় যাচ্ছে এটা বোধগম্য নয়।

তারা মেয়রের কাছে প্রশ্ন রাখেন এত ট্যাক্স আদায়ের পরও কেন পৌরসভার বিল বকেয়া থাকবে এমনকি ভুয়া বিল ভাউচার করে বিল তুলে নেওয়া হচ্ছে এর তীব্র প্রতিবাদও জানান তারা।

কাউন্সিলররা প্রায় আড়াই হাজার কার্ড ধারিদের ট্যাক্স মউকুফের প্রসঙ্গে বলেন, তাদের প্রতি আমাদের কোন ক্ষোভ নেই কিন্তু তাদের যে ট্যাক্স নেওয়া হবেনা এর কোন রশীদ নেই এ কারণে পরবর্তিতে তাদেরকে বিপদে পড়তে হবে।

এর আগে কাউন্সিলররা জানান, আড়াই হাজার সুবিধা ভোগীরা পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলামের ব্যাক্তিগত খাদিজা-আশরাফ ফাউন্ডেশনের কার্ডধারি। তারা কেন পৌরসভা থেকে সুবিধা নিয়ে মেয়রের ব্যাক্তিগত ফাউন্ডেশনের নামে চলবে। তারপরও কাউন্সিলররা গরীব অসহায়দের কথা মাথায় রেখে বলেন, তাদেরকে রশীদ দেওয়া হোক তা নাহলে পরবতির্তে মেয়র আসলে তাদেরকে করের বোঝা বইতে হবে।

কাউন্সিলররা সাংবাদিকদের মাধ্যমে প্রশ্ন রাখেন, যেহেতু পৌর ট্যাক্স জনগনের উপর চাপ দিয়ে আদায় করা হচ্ছে তাহলে বিদ্যুৎ বিল

যাচ্ছে কোথায়।

এটা জনগনের সাথে মেয়র প্রতারণা করছেন বলে কাউন্সিলররা মনে করেন।

কাউন্সিলররা আরও বলেন, পল্লী বিদ্যুৎতের এজিএমকে বলা হয়েছে মেয়র আশরাফুল ইসলামের প্রায় দেড় থেকে দু’লক্ষ টাকা ব্যক্তিগত বিল বকেয়া থাকলেও সাধারণ জনগণের বকেয়ার জন্য বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হচ্ছে কেন। পরবর্তিতে মেয়র বিল পরিশোধ না হলে আমাদের সাধারণ জনগনের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন না করার অনুরোধ জানিয়েছেন তারা।

পরবর্তিতে কাউন্সিলররা গাংনী পল্লী বিদ্যুৎতের ডিজিএম নিরাপদ দাসের সাথে কথা বলেন। এসময় তিনি বলেন, আসলে আমাদের ভিন্ন ভিন্ন দিনে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন এলাকায় বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করণের প্রোগ্রাম থাকে। কে কোন অবস্থার মানুষ সেটা আমরা বিবেচনায় আনিনা। পৌর মেয়রের পর্যায়ে প্রোগ্রাম হলেই তারও নিয়মানুযায়ী বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করা হবে।

আরো পড়ুন-আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে ২১ ফেব্রুয়ারী উৎযাপন উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা

আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে ২১ ফেব্রুয়ারী উৎযাপন উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা

আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে ২১ ফেব্রুয়ারী উৎযাপন উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
গতকাল বুধবার উপজেলা পরিষদ মিলায়তনে প্রস্তুতি সভায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো: লিটন আলীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন।

বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাড. সালমুন আহমেদ ডন, উপজেলা কৃষি অফিসার মোহাম্মদ আলী জিন্না, আলমডাঙ্গা সরকারী

কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ গোলাম সরোয়ার মিঠু, উপজেলা শিক্ষা অফিসার শামসুজ্জোহা, মুক্তিযোদ্ধা এম সবেদ আলী, অগ্নি সেনা মঈন উদ্দিন, আবুল কাসেম, আব্দুল কুদ্দুস, নাজিম উদ্দিন, আলমডাঙ্গা থানার এসআই আশিকুল ইসলাম, প্রেস ক্লাব সভাপতি খন্দকার শাহ আলম মন্টু।

সমাজ সেবা অফিসার আফাজ উদ্দিনের উপস্থাপনায় উপস্থিত ছিলেন যুব উন্নয়ন অফিসার আনিসুর রহমান, মহিলা বিষয়ক অফিসার মাখছুরা জান্নান, একাডেমি সুপারভাইজার ইমরুল হক, উপসহকারী মেডিকেল অফিসার মঞ্জুরুল ইসলাম বেলু, আনসার ভিডিপি অফিসার রওশন আরা, প্রধান শিক্ষক হারেছ উদ্দিন, সমাজ সেবন ফজলুল হক, ইদ্রিস আলী, আজিবার রহমান, ইউসুফ আলী, সহকারী শিক্ষা অফিসার আনারুল ইসলাম প্রমুখ।

আরো পড়ুন-দলে বসন্তের কোকিলদের নেতা বানাবেন না: ওবায়দুল কাদের

বামন্দী বাজারের গিয়াস স্টিল কারখানা এখন ইভটিজারের আস্তানা

গাংনী উপজেলার বামন্দী বাজারের গিয়াস স্টিল কারখানা এখন ইভটিজারের কারখানায় পরিনত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির সামনে দিয়ে চলাচলকারী স্কুল গামী শিক্ষার্থীদের প্রায় নানা কথার মার প্যাচে ইভটিজিং করা হয়।

বিষয়টি নিয়ে কেউ কোনদিন প্রতবাদ করে না সম্মানের কথা বিবেচনা করে। অথচ দিনের পর দিন এসব কারখানায় কর্মরত শ্রমিকরা প্রতিনিয়ত শীক্ষার্থীদের টিজ করে থাকে।

গতকাল দুপুরের দিকে বামন্দীর দুই শিক্ষার্থী গিয়াস স্টিল কারখানার সামানে দিয়ে যাওয়ার সময় দোকানে কর্মরত শ্রমিক অসালীন কথা বললে শিক্ষার্থীরা প্রতিবাদ করে চলে যায়। পরে ফিরে আসার সময় আবারো অশালীন কথা বলে।

বিয়য়টি নিয়ে ভুক্তভোগির পরিবারের এক সদস্য জানতে গিয়ে

ইভটিজিংকারীকে একটি থাপ্পড় মারে। এসময় ইভটিজারদের সাথে যোগ দেয় কারখানা মালিক গিয়াস উদ্দিন তার সহযোগীতায় সবাই মিলে ঐ প্রতিবাদকারীকে মারতে উদ্যেত হলে তারা চলে আসে। গিয়াস উদ্দিন গাংনী উপজেলার সিন্দুরকোটা গ্রামের আলমে-র এর ছেলে। বর্তমানের বামন্দীতে বসবাস করেন।

স্থানীয় আরো কয়েকজন শিক্ষার্থী জানান, ঔ দোকান থেকে তাদেরকে বিভিন্ন কথার মাধ্যমে উত্যাক্ত করা হয়।

ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী নিজেই বিষয়টি প্রথমে মোবাইল ফোনে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ও পরে গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে অবহিত করেছে।

আরো পড়ুন-গাংনীতে আর আর এফ আয়োজিত আন্তফোরাম ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

গাংনীতে আর আর এফ আয়োজিত আন্তফোরাম ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরের রুরাল রিকনস্ট্রাক্সন ফাউন্ডেশন (আর আর এফ) আয়োজিত আন্তফোরাম ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার সকাল সাড়ে ৯টায় মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার হিজলবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কৈশোর কর্মসুচির আওতায় এ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের সভাপতি মুক্তিযোদ্ধা মো: দেলোয়ার হোসেন এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মীর হাবিবুল বাশার।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো: মনিরুজ্জামান মনি।

এসময় আর আর এফ গাংনী শাখার ব্যবস্থাপক বিশ্বজিৎ কুমার, মেহেরপুর জেলা শাখার কৈশোর কর্মসুচির প্রোগ্রাম অফিসার ঝর্না খাতুন সহ বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারি ও শীক্ষার্থী উপস্থিশ ছিলেন।

ক্রীড়া অনুষ্ঠান শেষে বিজয়ী খেলোয়াড়দের মধ্যে পুরুষ্কার বিতরণ করা হয়।

মেপ্র/আরপি

ঝিনাইদহে ফার্মেসিতে ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযানে জরিমানা আদায়

মেয়াদোত্তীর্ণ ঔষধ খেলে স্বাস্থের ক্ষতি করেনা- মন্তব্য ঝিনাইদহে ঔষধ প্রশানের সহকারী পরিচালক মো: নাজমুল হাসান

মেয়োদোত্তীর্ণ ঔষধ ৬ মাস বা এক বছর পর্যন্ত খেলে তা স্বাস্থের জন্য কোন ক্ষতি করেনা। এটি মেডিকেল টেস্টে প্রমানিত।

মেয়াদোত্তীর্ণ ঔষধ খাওয়া যাবেনা এর কোন বিধান নেই বলে জানিয়েছেন ঝিনাইদহ ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক
মো: নাজমুল হাসান। আজ বুধবার সকালে ঔষধ ফার্মেসীতে জেলা প্রশাসনের ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা কালে তিনি এ কথা বলেন।

তবে বিষয়টি নিয়ে ঝিনাইদহ সিভিল সার্জন ডা: সেলিনা বেগম জানান, কোন ক্রমেই মেয়াদোত্তীর্ণ ঔষধ খাওয়া যাবেনা।

মেয়াদ শেষ হলে ঔষধ যে উপাদান দিয়ে তৈরি হয় তার গুনগতমান নষ্ট হয়ে

যায়। যা খেলে মানবস্বাস্থের জন্য মারাত্নক ক্ষতির কারন হতে।

এমনকি পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। কোন ঔষধের মেয়াদ কবে শেষ হবে, কতদিন গুণগতমান থাকবে তা কোম্পানীগুলো দেখেই তৈরি করে। ঔষধ প্রশাসন কর্মকর্তা কিভাবে কোন নির্দেশনায় মেয়াদোত্তীর্ণ ঔষধ খাওয়া যাবে বলেছেন সেটা আমার বোধগম্য না।

জানা যায়, প্রায় এক মাস যাবৎ জেলা শহরের বিভিন্ন ঔষধ ফার্মেসীতে পূর্বের ৫% বা ৭% কমিশনে ঔষধ বিক্রি বন্ধ করে দেয়
বিক্রেতারা। পরে তারা কোম্পানীর এমআরপি রেটে বিক্রি শুরু করে যা কিনতে গিয়ে অনেকটা নাভিশ্বাস ওঠে ক্রেতাদের মধ্যে।

এসব অভিযোগের প্রেক্ষিতে আজ বুধবার শহরের মাসুদ ফার্মা, তাজমহল, আক্তার, পান্না, নিউ সালেহা, সিদ্দিক, আলহেরাসহ প্রায়
১৫ টি ফার্মেসীতে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করা হয়েছে।

এদের মধ্যে ৩ মাসুদ ফার্মা, তাজমহল ও আক্তার ফার্মেসীতে ১২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করেন জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ইরফানুল হক।

এসময় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সুচন্দন মন্ডল, জেলা ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মো: নাজমুল হাসান উপস্থিত ছিলেন।

ভ্রাম্যমান আদালতের বিচারক ইরফানুল হক জানান, সরকারী নির্দেশনা না থাকলেও ফার্মেসীতে কমিশন বাদে এমআরপি রেটে ঔষধ বিক্রি হচ্ছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করা হয়।

ঘটনার সত্যতা পেয়ে এবং মেয়াদোত্তীর্ণ ঔষধ রাখায় শহরের মাসুদ ফার্মাকে ২ হাজার, আক্তার ফার্মেসীকে ৫ হাজার ও তাজমহল ফার্মেসীকে ৫ হাজার টাকা জারিমানা করা হয়। সেসময় বাকিদেরকে সতর্ক করা হয়েছে ভবিষ্যতে যেন এমন অনিয়ম না করা
হয়।
তিনি আরো জানান, ঔষধ প্রশাসনের সহকারী পরিচালক মো: নাজমুল হাসান যে মেয়াদোত্তীর্ণ ঔষধ খাওয়া যাবে বলেছেন তা
তাকে প্রমাণ করতে হবে। এদিকে ক্ষুব্ধ সাধারন মানুষ অভিযোগ করে বলেন, দীর্ঘদিন এমন ইচ্ছামত বিক্রেতারা ঔষুধ বিক্রি করে আসছে কিন্তু ঔষধ প্রশাসন কোন তদারকি করেনা।

ঢাকাসহ পাশ্ববর্তি বিভিন্ন জেলায় ৫%, ৭ %, ১০ % হারে ◌্ধসঢ়;ওষূধ বিক্রি হচ্ছে কিন্তু ঝিনাইদহে এর ব্যতিক্রম। সরকারের উচিত উপর মহল থেকে এর তদারকি করা এবং যারা এর সাথে জড়িত তাদের শাস্তির আওতায় আনা।

এ বিষয়ে জেলা প্রশাসক সরোজ কুমার নাথ জানান, ঔষধ প্রশাসনের সহকারী পরিচালকের মন্তব্য খতিয়ে দেখা হচ্ছে। যদি তিনি আইন না মেনে মন্তব্য করে থাকেন তবে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ঝিনাইদহে স্কুল শিক্ষকের রমরমা কোচিং বাণিজ্য

স্কুল শিক্ষকদের কোচিং বাণিজ্য নিষিদ্ধ করলেও ঝিনাইদহে এক স্কুল শিক্ষকের চলছে রমরমা কোচিং ব্যবসা।

ঝিনাইদহ শহরের কাঞ্চন নগর মডেল স্কুল এন্ড কলেজের ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের সহকারী শিক্ষক রিগান মাহমুদ পুরোদমে চালিয়ে যাচ্ছে রমরমা কোচিং বাণিজ্য। প্রতিদিন ৬ব্যাচে ৪০জন করে ২০০ থেকে ২৫০জন ছাত্র নিয়ে চলে কোচিং বাণিজ্য।

প্রতিদিন সকালে ও বিকালে শহরের আদর্শ পাড়ার রফির মিলের পাশে রয়েছে তার বড় কোচিং সেন্টার। এস,এস,সিসহ সকল পাবলিক পরীক্ষার সময় দেশের সকল কোচিং সেন্টার বন্ধ থাকার কথা থাকলেও তিনি কোচিং বন্ধ করেননি। সরেজমিনে দেখতে গেলে দেখা যায় ৪০/৪৫ জন ছাত্র নিয়ে কোচিং চালিয়ে যাচ্ছে।

এ ব্যাপারে রিগান মাহমুদের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন প্রধান শিক্ষকের অনুমতি সাপেক্ষে এই কোচিং পরিচালিত হচ্ছে।

এব্যাপারে কাঞ্চন নগর মডেল স্কুল এন্ড কলেজের প্রধান শিক্ষক প্রদিপ কুমার বিশ্বাসের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন আমি কোন অনুমতি দেয়নি এবং স্কুলে রেজুলেশন করে সকল শিক্ষককে কোচিং না চালানোর জন্য বলে দেওয়া হয়েছে।

তিনি আরও বলেন যদি কেউ কোচিং চালাই আমি জানতে পারলে তাকে সোকচ করা হবে।

মেহেরপুরে মাইকিং করে অসুস্থ মুরগী বিক্রি করার অভিযোগ

মেহেরপুর শহরের বড় বাজারে সোনালী জাতের রাণীক্ষেত রোগে আক্রান্ত মুরগী বিক্রি করার অভিযোগ পাওয়া গেছে বিক্রেতা হেরেন আলীর বিরুদ্ধে। তিনি প্রতি কেজি ১৫০টাকা করে বিক্রি করেন। অন্য বিক্রেতা একই জাতের মুরগী বিক্রি করছেন ১৮০ থেকে ১৯০ টাকা।

জানা গেছে, কম দামে বিক্রি করায় মরুগী ভাল না মন্দ যে বিচার না করেই হুজুগে ক্রেতা আক্রান্ত মুরগী কিনেছেন। চুয়াডাঙ্গার বেলগাছির একটি ফার্ম থেকে কম দামে এই অসুস্থ মুরগী গুলো কিনে গত দুই দিন ধরে মাইকিং করে বিক্রি করছেন হেরেন আলী।

মঙ্গলবার ও বুধবার এই দুই দিনে রাণীক্ষেত আক্রান্ত মুরগী বিক্রি করেছেন প্রায় ৮মন। বাজারে অন্যান্য বিক্রেতা সোনালী জাতের মুরগী ১৮০ থেকে ১৯০ টাকা কেজি দেও বিক্রি করলেও তিনি মাইকিং করে ১৫০ টাকা কেজি বিক্রি করেছেন। ফলে বাজারে মুরগী আনার পরপরই মুরগীগুলো বিক্রি হয়েযায়। খবর পেয়ে বড়বাজারে গিয়ে দেখা যায় হেরেন আলীর মুরগীগুলো রাণীক্ষেতে আক্রান্ত হওয়ায় সেগুলো ঝিমাচ্ছে।

অন্যান্য বিক্রেতাদের মধ্যে জাহাঙ্গীর ও মাসুদ জানান, কম দামে বিক্রি করায় তার মুরগী বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। আমাদের গুলো অবিক্রি থেকে যাচ্ছে।

এদিকে খবর পেয়ে সদর উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা ডা. তৌহিদুল ইসলাম একটি দল নিয়ে বাজারে অভিযান পরিচালনা করেন। এসময় তিনি ল্যাব টেস্টের জন্য হেরেন আলীর দুটি মুরগি প্রাণী সম্পাদ অফিসে নিয়ে যান এবং উপস্থিত ক্রেতাদের অসুস্থ মুরগী কিনতে নিরুৎসাহিত করেন। পরবর্তিতে ল্যাব টেস্ট শেষে তিনি জানান, মুরগী গুলো

রাণীক্ষেত ভাইরাসে আক্রান্ত । তিনি আরো জানান, কোন অসুস্থ প্রাণীই খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না।

মেপ্র/ইএম